কালের কণ্ঠ

17 Oct 2017

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্য দপ্তরে যাননি পদত্যাগের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা ●

১৪ দফা দাবি পূরণ না হওয়ায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. আলী আশরাফকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছে শিক্ষক সমিতি। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের নিয়োগ বন্ধ রাখার দাবি জানানো হয়। গতকাল সোমবার প্রশাসনিক ভবনের সামনে টানা দুই ঘণ্টার মানববন্ধন শেষে আয়োজিত সমাবেশে শিক্ষক সমিতির নেতারা এই আহ্বান জানান।

শিক্ষক সমিতির দাবির সঙ্গে একমত পোষণ করে মানববন্ধনে অংশ নেয় পরিবহন কর্মচারী সমিতি। গতকাল উপাচার্য শিক্ষক সমিতির পূর্বঘোষিত কর্মসূচির কারণে দপ্তরে আসেননি। তিনি নিজ বাংলোতেই ছিলেন। আগামী ৩ ডিসেম্বর উপাচার্যের মেয়াদ শেষ হচ্ছে।

শিক্ষক সমিতির অন্তত পাঁচজন নেতা দাবি করেন, গত প্রায় চার বছরে উপাচার্য মো. আলী আশরাফ শিক্ষক সমিতি ও শিক্ষকদের বড় একটি অংশকে বাদ দিয়ে এককভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করে আসছেন। প্রশাসনিক ও হলের বিভিন্ন পদে তাঁর অনুসারীদের অগ্রাধিকার দিয়ে একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছেন। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি স্তরে নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে বাণিজ্য হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডও থমকে যায়। এসব অনিয়মের বিচার চাইতে গিয়ে শিক্ষকদের নাজেহাল হতে হয়েছে। এ অবস্থায় গত রোববার শিক্ষক সমিতি উপাচার্যের কাছে ১৪ দফা দাবি পেশ করে। গতকাল দুপুরের মধ্যে শিক্ষক সমিতির দাবি পূরণ না হওয়ায় সমিতির নেতারা মানববন্ধন করেন।

বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে মানববন্ধনে অংশ নেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. আবু তাহের, সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান, বঙ্গবন্ধু পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জুলহাস মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মো. জিয়া উদ্দিন, শিক্ষক সমিতির সহসভাপতি এন এম রবিউল আউয়াল চৌধুরী, শিক্ষক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী ওমর সিদ্দিকী, পরিবহন কর্মচারী সমিতির আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

গতকাল উপাচার্য দপ্তরে আসেননি। তিনি নিজ বাংলোতেই ছিলেন। আগামী ৩ ডিসেম্বর উপাচার্যের মেয়াদ শেষ হচ্ছে

মানববন্ধনে শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. আবু তাহের বলেন, উপাচার্য পদে থাকার নৈতিক অধিকার মো. আলী আশরাফ হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর ধারাবাহিক অনিয়মের চিত্র এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে বাণিজ্যের বিষয়টি সুস্পষ্ট। তিনি উপাচার্যের পদে থেকে স্বজনপ্রীতি ও আত্মীয়করণ করেছেন। এ অবস্থায় সসম্মানে তাঁকে পদত্যাগ করে চলে যেতে হবে। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় উপকৃত হবে। এদিকে উপাচার্য মো. আলী আশরাফ গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ দপ্তরে যাননি। তিনি নিজ বাংলোয় ছিলেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. মজিবুর রহমান মজুমদার *প্রথম আলো*কে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে উপাচার্য মো. আলী আশরাফের মুঠোফোনে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

উপাচার্যের দপ্তরে কর্মরত সেকশন অফিসার হোসাইন মোরশেদ ফরহাদ বলেন, উপাচার্য নিজ বাংলোতে আছেন। গত রোববারও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেননি। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান বলেন, 'কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিচারহীনতার সংস্কৃতি চালু রয়েছে। উপাচার্য নিজেই শিক্ষকদের পরাজিত একটি অংশের নেতা হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্ধকারে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা অবিলম্বে তাঁকে এখান থেকে সম্মান নিয়ে চলে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।'

শিক্ষক সমিতির ১৪ দফা দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো উপাচার্যকে বাড়তি ভাতা বিশ্ববিদ্যালয় কোষাগারে ফেরত দেওয়া, কোর্স ফির টাকা ফেরত, প্রক্টরের পদত্যাগ, অবৈধ নিয়োগবাণিজ্য বন্ধ করা, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিচার, সাত শিক্ষকের কারণ দর্শানো নোটিশ প্রত্যাহার, উপাচার্যের অতিরিক্ত গাড়ি ব্যবহার রোধ, ছাত্র হত্যার বিচার; শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস নিশ্চিত করা এবং নিম্নমানের আসবাব ক্রয়ের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া।